পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবম অধ্যায় - হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৯. ৩. ঐশ্বরিক হত্যা

বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান হত্যা ও যুদ্ধ-জিহাদ বিষয়ক তথ্যাদিকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়: (১) হত্যার নির্দেশনা, (২) ঐশ্বরিক হত্যা, (৩) যুদ্ধ-জিহাদ বিষয়ক নির্দেশনা, (৪) বাইবেলীয় যুদ্ধ-জিহাদের চিত্র, (৫) ঠাণ্ডা মাথায় শত্রু, যুদ্ধবন্দি বা বিধর্মী হত্যা ও নির্যাতন... ইত্যাদি।

হত্যার নির্দেশনা বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, বাইবেলে ছোট-বড় বিভিন্ন পাপের জন্য অথবা ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতির সাথে শত্রুতার কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও গ্রাম বা জনপদসহ সকল মানুষের হত্যা করার, পাথর মেরে হত্যা করার বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলার বহুবিধ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য এ প্রসঙ্গটা এ অধ্যায়ে আর আলোচনা করব না।

বাইবেলে ঈশ্বরের অন্যতম পরিচয় যে, তিনি আঘাত করেন ও হত্যা করেন: "তিনি আঘাত করেছিলেন বড় বড় জাতিকে, হত্যা করেছিলেন বিক্রমী বাদশাহদেরকে।" (গীতসংহিতা/ জবুর শরীফ ১৩৫/১০, মো.-১৩)

দুষ্ট মানুষদের হত্যা করাই ঈশ্বরের কর্ম এবং ধার্মিক মানুষদের মনের বাসনা ও প্রার্থনা: "(Surely thou wilt slay the wicked, O God) কেরির অনুবাদ: "হে ঈশ্বর, তুমি নিশ্চয় দুষ্টকে বধ করিবে।" কিতাবুল মোকাদ্দস-০৬: "হে আল্লাহ, আমি চাই তুমি দুষ্টদের মেরে ফেল।" (গীতসংহিতা/ জবুর শরীফ ১৩৯/১৯)

ঈশ্বরীয় হত্যা বিষয়ক কিছু তথ্য আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। আমরা দেখেছি, ঈশ্বর কোনো অপরাধ ছাড়া অথবা সামান্য অপরাধে পুরো বিশ্বের সকল মানুষ ও প্রাণি, মিসরের সকল পশুপ্রাণি, মাছ, সকল মানুষ ও পশুর প্রথম সন্তান, বাইরে অবস্থানরত সকল মানুষ ও পশু হত্যা করেছেন। তিনি পিতার অপরাধে নিরপরাধ সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের হত্যা করেছেন। এছাড়া সামান্য ভুলত্রুটি বা অবাধ্যতার কারণে তিনি বনি-ইসরাইলের হাজার হাজার মানুষ হত্যা করেছেন। ঐশ্বরিক হত্যা বিষয়ে পূর্ববর্তী বিষয়াদি ছাড়া আরো অনেক বিষয় বাইবেলে পাওয়া যায়। বিশেষত যুদ্ধ প্রসঙ্গে বাইবেলের ঈশ্বর শুধু ধার্মিকদেরকে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; উপরন্তু তিনি ধার্মিকদের পক্ষে শত্রুদের হাজার হাজার মানুষ নিজে বা ফেরেশতাদের দিয়ে হত্যা করেছেন। আবার অনেক সময় নিজ প্রজাদেরকেও হত্যা করেছেন।

বাইবেলে ঈশ্বরকে এমন ভয়ঙ্কর হত্যাকারী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, গ্যারি ডেভানি লেখেছেন, আপনি যদি বাজি ধরেন যে, ঈশ্বরের প্রতিটা কল্যাণ কর্মের জন্য আপনি ১০০ ডলার লাভ করবেন অথবা প্রতিটা হত্যার জন্য আপনি ১০০ ডলার লাভ করবেন তাহলে কোন বাজিতে আপনি বেশি টাকা লাভ করবেন? সৃষ্টির গল্প বাদ দিলে বাইবেল থেকে কয়টা ঘটনা প্রমাণ করা যাবে যে, ঈশ্বর অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি না করে কোনো মানুষের কোনো উপকার করেছেন? এর বিপরীতে যদি আপনি বাজি ধরেন যে, ঈশ্বরের প্রতিটা হত্যাকাণ্ড-র জন্য আপনি ১০০ ডলার বাজি লাভ করবেন তাহলেই কি আপনি অনেক অনেক সম্পদ লাভ করবেন না?[1]

বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ঐশ্বরিক হত্যা আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি: (ক) নিজ প্রজা বনি-ইসরাইলকে হত্যা

এবং (খ) অন্যান্য জাতিকে হত্যা।

ফুটনোট

[1] http://www.thegodmurders.com/id48.html

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=14522

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন